

গুগল ক্লাসৰুম ব্যবহার করে অনলাইন শ্রেণিকার্যক্রমে অংশগ্রহণ



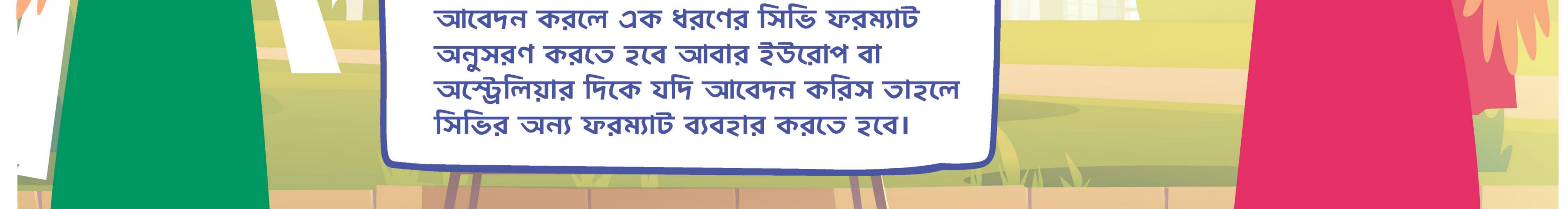




শোন সিভিতে নিজের পরিচয়, অর্জন, যোগ্যতার কথা সংক্ষেপে তুলে ধরতে হয়।

উচ্চশিক্ষার জন্য সিভি বানালে সেখানে একাডেমিক যোগ্যতার দিকে প্রাধান্য দিয়ে সিভি তৈরি করতে হয় আবার কোনো চাকরির জন্য সিভি বানালে সে চাকরিতে কাজে লাগবে এমন যোগ্যতাগুলো বেশি গুৰুত্ব দিতে হয়।

আবার উচ্চশিক্ষার জন্য তৈরিকৃত সিভিতেও পার্থক্য আছে,





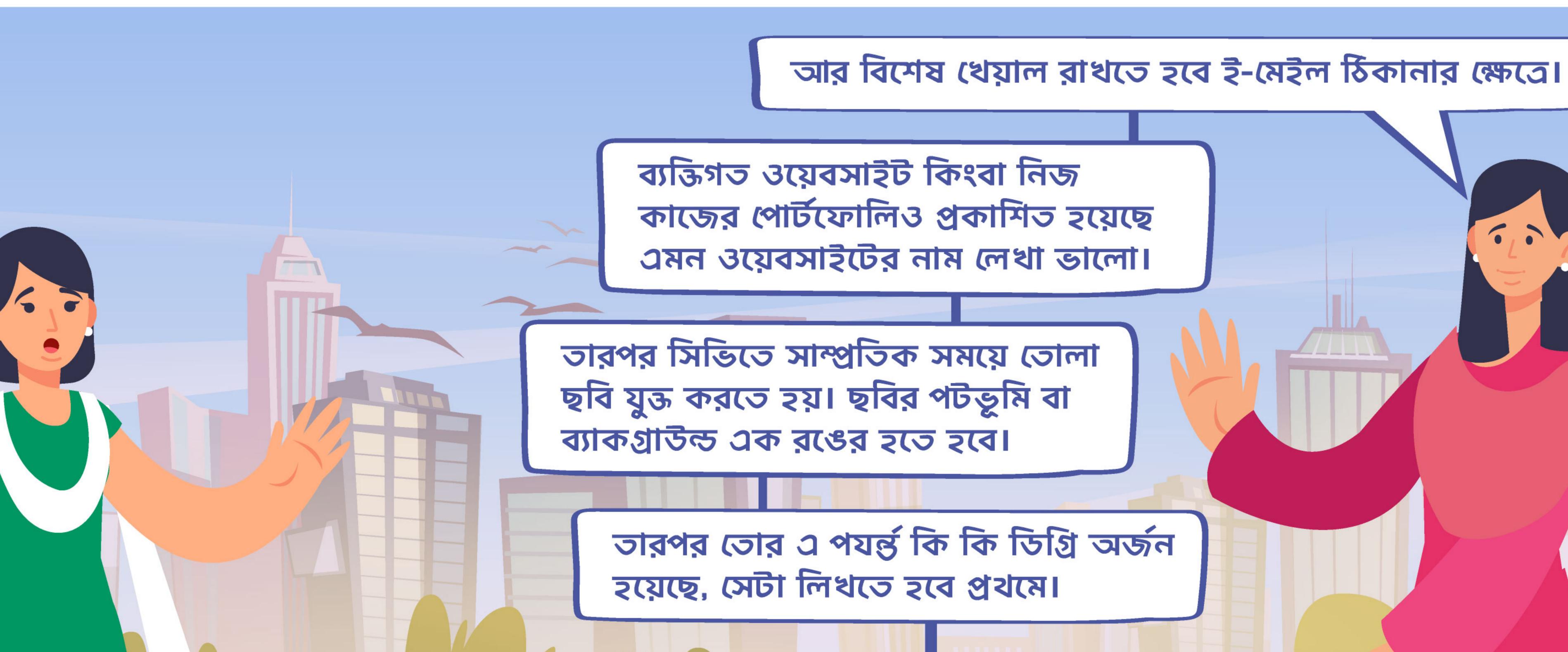
লেখা আছে তা-ই লিখতে হবে।

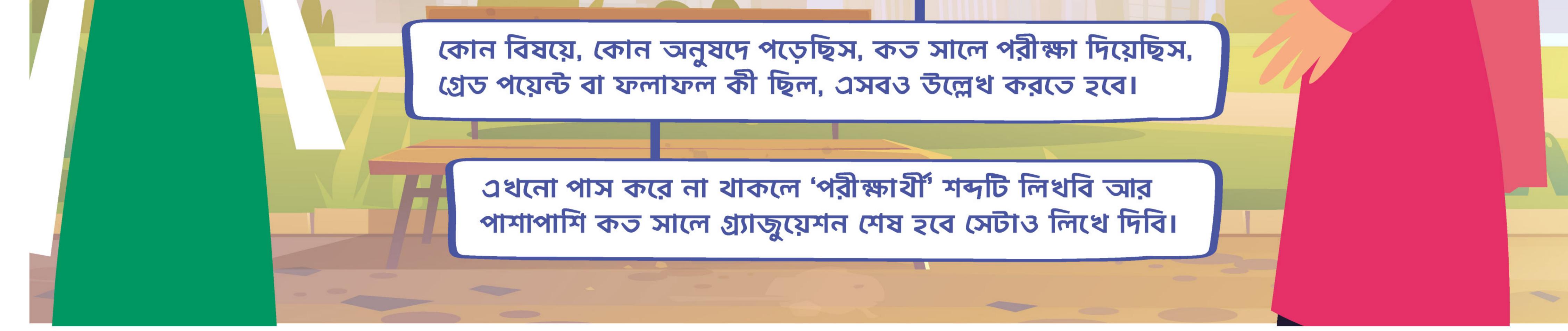
নামের আগে মিস্টার বা মিসেস ব্যবহার করা যাবে না।

ঠিকানা লেখার ক্ষেত্রে চিঠিতে যোগাযোগ করা যায়, এমন ঠিকানা স্পষ্ট কিন্তু সংক্ষিপ্ত আকারে লিখতে হবে।

যোগাযোগের জন্য দিতে হবে মোবাইল নাম্বার।

আচ্চা শোন, সিভির প্রথম অংশে পুরো নাম লিখতে হবে।











তারপর, কোনো কর্মশালায় অংশ নিলে বা প্রশিক্ষণে অংশ নিলে তার তালিকা যুক্ত করতে হবে। কর্মশালার নাম ও আয়োজকদের তথ্য সংক্ষিপ্ত করে লিখবি।

তারপর সাধারণভাবে বাংলাদেশে প্রায় সব চাকরির আবেদনের জন্য বাংলা ও ইংরেজি জানা আবশ্যক।

ইংরেজি ভাষা দক্ষতা সংশ্লিষ্ট কোনো পরীক্ষা, যেমন IELTS বা TOEFL বা Doulingo এর মত কোন পরীক্ষায় অংশ নিলে তার স্কোর লিখবি।

তারপর?

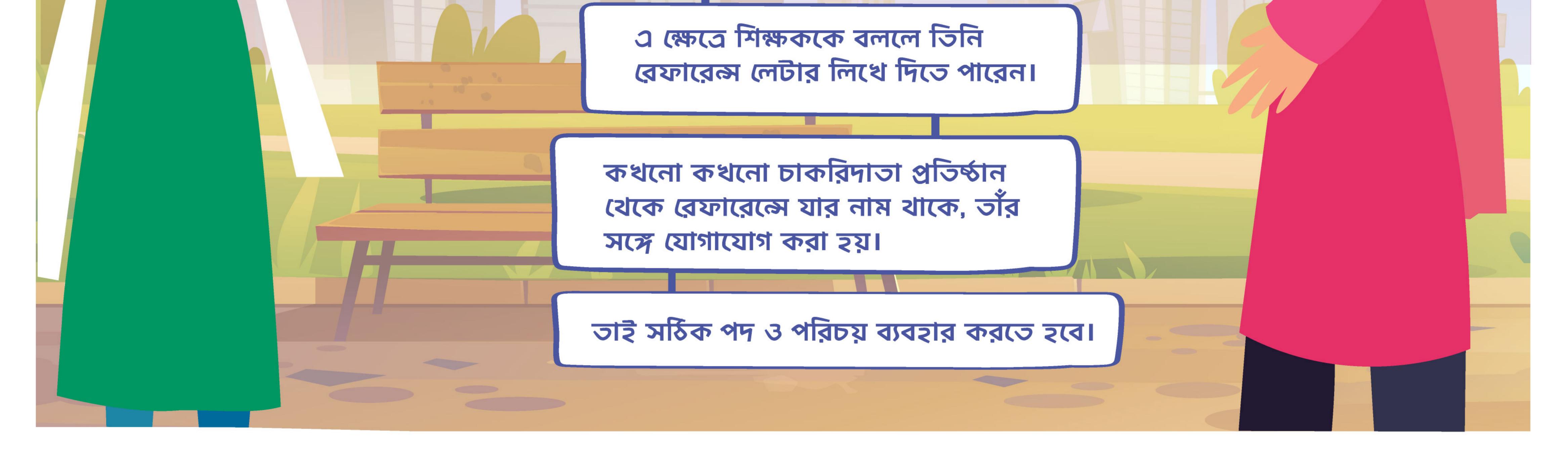
যে পদের জন্য সিভি তৈরি করছিস, সেই পদের কথা মাথায় রেখে কম্পিউটারে তোর দক্ষতা সম্পর্কে লিখতে হবে।

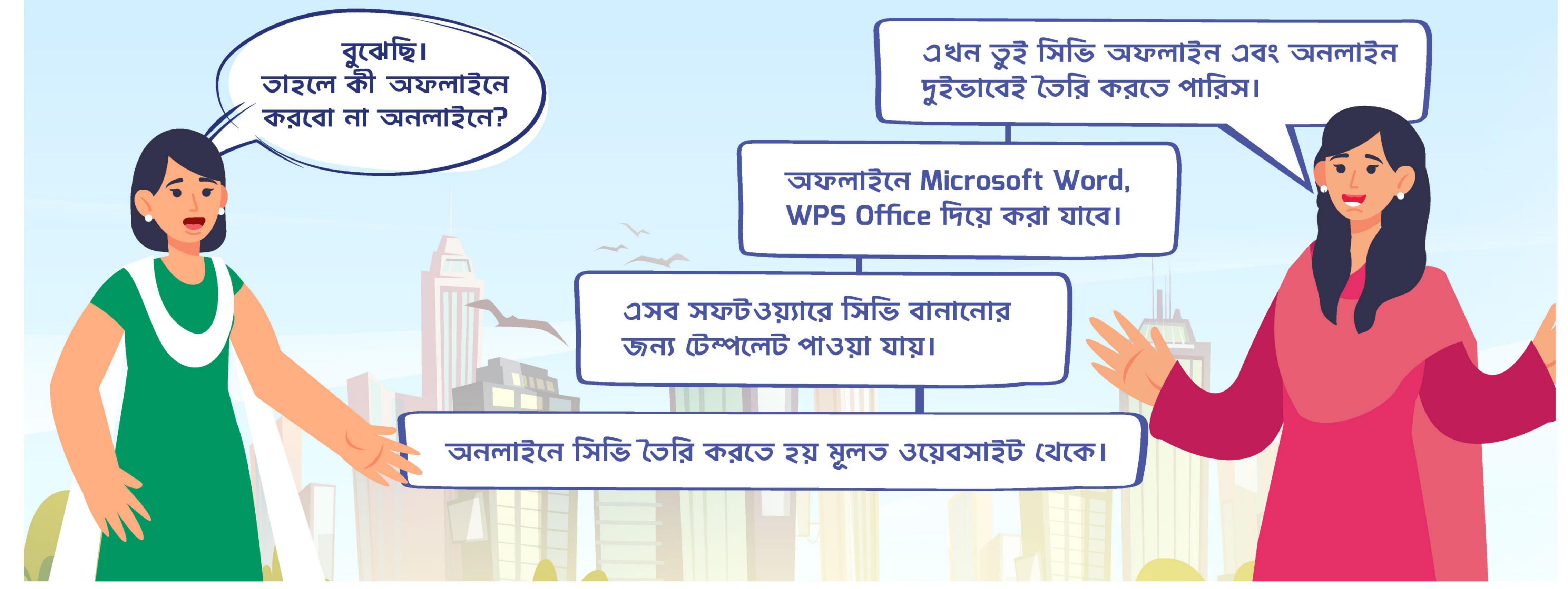
এখন সব পর্যায়ের কাজের জন্য মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, এক্সেল ও পাওয়ারপয়েন্ট জানাকে সাধারণ দক্ষতা হিসেবে ভাবা হয়।

মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, এক্সেল ও পাওয়ারপয়েন্টের কাজ খুব ভালো জানলে তা অবশ্যই সিভিতে যুক্ত করবি।

তারপর নিজের দু-একটি আগ্রহ ও শখের কথা লেখা যেতে পারে।

সবর্শেষে রেফারেন্স দিতে হবে। সদ্য স্নাতকদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরাই ভালো রেফারেন্স হিসেবে কাজ করবে।





1.

কিছু ওয়েবসাইটে অ্যাকাউন্ট খুলে নিয়ে তারপর সেখানে নিজের সব তথ্য দিলে ওয়েবসাইট স্বয়ংক্রিয়ভাবে সিভি তৈরি করে দিবে যা পিডিএফ আকারে ডাউনলোড করা যাবে।

উচ্চশিক্ষার জন্য সিভি তৈরির এমন একটি ওয়েবসাইট হচ্ছে https://europa.eu/europass/en/create-europass-cv , 입국 ওয়েবসাইটে ইউরোপে উচ্চশিক্ষা এবং চাকরির আবেদনের জন্য ইউরোপাস ফরম্যাটের সিভি তৈরি করতে পারবি।







